উসূলুল ঈমান

(ইসলামের মৌলিক আকীদা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি)

খণ্ড–১

ঈমানের পরিচয় ও আল্লাহর ওপর ঈমানের বিবরণ

ড. আহমদ আলী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

প্রত্যেক মুমিনই এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য ঈমান হলো দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা বড়ো নিয়ামত, পরম অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ-

"বরং আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের ঈমানের পথ দেখিয়েই তোমাদের ধন্য করেছেন।"[১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি এই যে মহানিয়ামত দান করেছেন, পরম অনুগ্রহ করেছেন, এর শোকর আদায় করা এবং এর হক আদায় করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কারণ, যে ব্যক্তি মানুষের অনুগ্রহের হক আদায় করে না, সে বড়োই অকৃতজ্ঞ। আর সবচেয়ে বড়ো অকৃতজ্ঞতা হলো—মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার এ মহানিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আমরা কীভাবে এ নিয়ামতের হক আদায় করব? এর সহজ উত্তর হলো—আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদের এ নিয়ামত দান করেছেন, তখন প্রকৃত ও পূর্ণ ঈমানদার হতে পারলেই আল্লাহর এ নিয়ামতের হক আদায় হবে। এ ছাড়া আমরা অন্য কোনো উপায়ে এ মহানিয়ামতের হক আদায় করতে পারব না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে একান্ত মুমিনদেরই উদ্দেশ্য করে ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী ও বলীয়ান হওয়ার বারংবার তাগিদ দিয়েছেন এবং কোনো কোনো আয়াতে তিনি এও বলেছেন যে, কেবল ঈমানের দাবিই দুনিয়া-আখিরাতে সাফল্যলাভের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবারও প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ-

"হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রাসূলের ওপর, সেই কিতাবের ওপর, যা তিনি তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন এবং সেসব কিতাবের ওপর, যা তিনি ইতঃপূর্বে নাযিল করেছেন।"[২]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা ঈমান আনো। এর মর্মার্থ হলো—তোমাদের কেবল ঈমানের দাবিই যথেষ্ট নয়; বরং তোমরা নিজেদের ঈমানকে খুঁতমুক্ত ও দৃঢ় করো, ঈমানের দাবি অনুসারে নিজেদের মনমানসিকতা ও জীবনাচার পরিবর্তন করো, ঈমানের বাস্তব সাক্ষ্য পেশ করো। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন—

---

[১] আল-কুরআন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত) : ১৭।

[২] আল কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ১৩৬।

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه-

"এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদের ঈমানের (অঙ্গীভূত) যাবতীয় পথ ও ব্যবস্থা, শাখা-প্রশাখা, মূল স্তম্ভ ও উপাদানসমূহে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ অর্জিত বিষয়ের পুনঃঅর্জনের নির্দেশের (মতো অবান্তর নির্দেশের) পর্যায়ভুক্ত নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করা, সুদৃঢ় ও মজবুত করা এবং এর ওপর অটল-অবিচল থাকা।"[৩]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ-

"মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না। অথচ আমি তাদেরও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। এভাবে আল্লাহ অবশ্যই কার্যত সত্যবাদীদের জেনে নেবেন এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যাবাদীদেরও।"[৪]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য দুনিয়া-আখিরাতে যে সাফল্যের ওয়াদা করেছেন—তা শুধু মুখের দাবি করেই লাভ করা সম্ভব নয়। তার জন্য বিভিন্ন কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে ঈমানের দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে হয়।

অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার! আমরা ঈমানদাররা অনেকেই জানি না যে, প্রকৃত ঈমান কী এবং এর ব্যাপ্তি বা পরিধি কতটুকু? ঈমানের দাবিগুলো কী কী? কীভাবে পূর্ণ ও খাঁটি মুমিন হওয়া যায়? কীভাবে ঈমান নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়? প্রভৃতি। এখন প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তির এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তরই জানা নেই, তার পক্ষে আদৌ কি পূর্ণ ও খাঁটি মুমিন হওয়া সম্ভব? তার পক্ষে কি এ নিয়ামত ও অনুগ্রহের হক আদায় করা সম্ভব? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো—না, সম্ভব নয়।

বস্তুতপক্ষে ঈমান হলো দ্বীনের মূলভিত্তি। এর মাধ্যম একজন ঈমানদার ইসলাম নামক এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন এবং এর ওপর অবলম্বন করে তাঁর আমলের বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়। কাজেই ঈমানের বিশুদ্ধতার ওপরই আমলের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে এবং তা যতই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে, আমলেও সেভাবে তার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। যদি কারও এ ভিত্তি দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত হয়, তবে যেকোনো সময় ও অবস্থায় তা থেকে অঙ্কুরিত আমলের বৃক্ষ ও শাখা-প্রশাখা নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এ

[৩] ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, খ. ২, পৃ. ৪৩৪।

[৪] আল-কুরআন, ২৯ (সূরা আল-'আনকাবূত) : ২-৩।

কারণে একজন মুমিনের ওপর সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো—তার ঈমানের ভিত্তিকে মজবুত করা, ত্রুটিমুক্ত করা। উপরন্তু, একজন মুমিনের নিকট দুনিয়ায় তার সবচেয়ে বড়ো অর্জন হলো বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত ঈমান। কেননা, এর ওপরই তার পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সকল সাফল্য ও নাজাত নির্ভর করে। তার যত নেক আমল ও ইবাদত সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হওয়ার প্রধান শর্ত হলো বিশুদ্ধ ঈমান। যদি ঈমান বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে তার ধ্বংস ও ক্ষতি অনিবার্য।

আমরা অনেক সময় নিজেদের পূর্ণ ও খাঁটি মুমিন মনে করে থাকি, কিন্তু আমাদের কার্যকলাপ ও আচরণে ঈমানের যেরূপ বাস্তব সাক্ষ্যের প্রয়োজন, তা মোটের ওপর দেখা যায় না। একদিকে আমরা ঈমানের দাবি করি, অপরদিকে ঈমানের পরিপন্থি বহু চিন্তা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপে হরহামেশা লিপ্ত থাকি। এ এক বিচিত্র অবস্থা! এ কারণে আমাদের ঈমান অনেক সময় কেবল দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দাবিদার একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে বলেন—

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ -

"বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। (হে নবী!) আপনি তাদের বলুন, তোমরা ঈমান গ্রহণ করোনি; বরং বলো, আমরা বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শন করেছি। কেননা, ঈমান আজও তোমাদের অন্তরে সত্যিকারভাবে অনুপ্রবেশ করেনি।"[৫]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কেবল সত্যিকার ও সুদৃঢ় ঈমান গ্রহণ করার পরই মানুষের প্রতিটি কথা, কাজ ও আচার-আচরণে ঈমানের উজ্জ্বলতম পরিচয় ফুটে ওঠে। অন্যথায় তা কেবল দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কারও এরূপ অবস্থাও হতে পারে—সে নিয়মিত নামাজ পড়ে, যাকাত দেয়, রোজা রাখে, হজ্জও করে এবং সে নিজেকে একজন পূর্ণ খাঁটি মুমিন হিসেবে যাহিরও করে; কিন্তু সে তার আকীদাগত ত্রুটির কারণে প্রকৃত ঈমানদারই নয়। যেমন : সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ-

"লোকদের কাছে এমন একটি যুগ অবশ্যই আসবে, যখন লোকেরা মসজিদের মধ্যে একত্রিত হবে; কিন্তু তাদের মধ্যে (প্রকৃত) ঈমানদার বলতে কেউ থাকবে না।"[৬]

অতএব, যেকোনো ব্যক্তি যখন সে সহিহ পথে চলতে এবং তাঁর আমলকে সুন্দর ও বিশুদ্ধ করতে মনস্থ করবে, তাকে সর্বপ্রথম তার ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় করার প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। তাকে আল্লাহ তা'আলার যাত, সিফাত, ক্ষমতা, এখতিয়ার ও কার্যাবলি প্রভৃতি সম্পর্কে একান্ত নির্ভুল ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে হবে। পাশাপাশি ঈমানের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও তাকে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে। বিশিষ্ট সুফী শাইখ

[৫] আল-কুরআন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত) : ১৪।

[৬] হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম), হা. নং ৮৪৮৪; তাহাবী, *মুশকিলুল আছার,* হা. নং ৫৯০। বিশিষ্ট হাফিযুল হাদীস আল-হাকিম আন-নাইসাপুরী (রাহ.) বলেন, "এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহ.) প্রমুখের শর্তে উত্তীর্ণ একটি বিশুদ্ধ সনদের হাদীস।"

দাতা গঞ্জেবখশ [৪০০-৪৬৫ হি.] (রাহ.)-এর মতে, প্রত্যেক মুমিনকেই দ্বীনের উসূল অর্থাৎ মৌলিক বিষয়সমূহের ইলম লাভ করা ফরজ।[৭] তিনি অন্যত্র বলেন—

> "আমলের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের পথে দ্বিতীয় যে বিষয় বান্দার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তা হলো আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে ধারণার অশুদ্ধতা। যতক্ষণ পর্যন্ত তার তাওহীদের বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আমল বা ইবাদত অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে।"[৮]

উল্লেখ্য যে, ঈমান-আকীদার বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত এবং সকল মুমিনই এক ও অভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করবে—এটিই দ্বীনের একান্ত কাম্য। আমলী বিষয়াবলির ক্ষেত্রে যদিও কিছু বিকল্প থাকে; কিন্তু ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে কোনোই বিকল্প নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো—ইসলামের প্রাথমিককালে যদিও ঈমান-আকীদাগত বিষয় নিয়ে সত্যনিষ্ঠ মুসলিমগণের মধ্যে কোনোরূপ মতভেদ দেখা যায়নি, কিন্তু পরবর্তীকালে ইসলাম যখন নানা দেশে বিস্তার লাভ করে, তখন বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন ও চিন্তার প্রভাবে কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি অনেক চিন্তা ও ধারণা ইসলামী আকীদার বিশাল গৃহপ্রাঙ্গণে অনুপ্রবেশ করে দ্বীনী আকীদার মর্যাদা লাভ করেছে, যা ইসলামের নিখাদ তাওহীদী চিন্তাধারায় সঞ্জীবিত আকীদাগুলোকে রীতিমতো হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে উম্মতের মধ্যে দেখা দেয় নানা মতভেদ এবং কালক্রমে এসব মতভেদ প্রকট থেকে প্রকটতর রূপ লাভ করে আর এগুলো নিয়ে বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি হয়। আর প্রত্যেক দলই নিজেকে হক ও সত্যনিষ্ঠ, অপরকে বাতিল ও বিভ্রান্ত মনে করে থাকে। এখন পরিস্থিতি এতই মারাত্মক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, ইসলামে বর্তমানে এমন কোনো দল নেই—যাকে অপর কোনো না কোনো দল বিভ্রান্ত বা বাতিল বলে ফাতওয়া দেয়নি।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের মুসলিমগণ সাধারণত সহজ-সরল ও ধর্মপরায়ণ, তারা ইসলামকে খুবই ভালোবাসে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো—তাদের অধিকাংশই ঈমান-আকীদা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখে না, তারা জানে না—তাওহীদ কী? শিরক কী? কুফ্র কাকে বলে? নিফাকের স্বরূপ কী? কীসে ঈমান বাতিল হয়? কী কী কাজ করলে ধর্মচ্যুত হয়ে যায়? প্রভৃতি। উপরন্তু, তাদের অনেকেই এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য সামান্য কষ্ট স্বীকার করতেও রাজি নয়। এক্ষেত্রে তারা কেবল গতানুগতিক বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার ওপর নির্ভর করে। এর দুঃখজনক পরিণতি হলো—একদিকে তারা প্রতিনিয়ত এমন সব বিশ্বাস ও ধারণা পোষণ করছে অথবা এমন সব কর্মে লিপ্ত হচ্ছে, যা তাদের ঈমানকে হয়তো দুর্বল করে দিচ্ছে অথবা নষ্ট করে দিচ্ছে। অপরদিকে স্বার্থান্বেষী মহলগুলো জনসাধারণের এ সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগে তাদের ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণাগুলোকে সমাজে বিস্তার করতে একনাগাড়ে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এখন অবস্থা এতই করুণ থেকে করুণতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, এত অধিক ভ্রান্ত চিন্তা ও বিশ্বাসের ফলে ইসলামের বিশুদ্ধ চিন্তা ও আকীদাগুলো ক্রমে ভ্রষ্টতার আড়ালে তলিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে বিকৃত ও ভ্রান্ত ধারণাগুলোই ইসলামের আকীদা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে চলেছে। বলতে গেলে বর্তমানে

---

[৭] দাতা গঞ্জেবখশ, *কাশফুল মাহজূব*, পৃ. ২৬।

[৮] দাতা গঞ্জেবখশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

অধিকাংশ মুসলিমই সঠিক ও ভ্রান্ত ধ্যানধারণার এক সংমিশ্রিত জগাখিচুড়ি বিশ্বাসগুলোকেই ইসলামী আকীদা বলে মেনে চলছে। এখন অবস্থা এই যে, বর্তমানে মুসলিমদের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ দেখে বুঝবার উপায় নেই যে, কোনটি সত্যিকার ইসলামী আকীদা, আর কোনটি ভ্রান্ত আকীদা। জাতীয় জীবনে এ এক মারাত্মক পরিস্থিতি! কেননা, এর ফলে ইসলামী আকীদার নির্মল আলোকচ্ছটা ম্লান হয়ে এসেছে এবং তদস্থলে ভ্রান্ত আকীদার কালো আঁধার সর্বত্র ছেয়ে গেছে।

একজন মুমিনের নিকট দ্বীনের একান্ত দাবি হলো—সত্যিকারভাবে যে আকীদা-বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে পাওয়া গেছে, ঠিক তা-ই সে বিশ্বাস করে চলবে। না তাতে কিছু পরিবর্তন করবে, না তাতে কিছু বৃদ্ধি করবে। এক্ষেত্রে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। পবিত্র কুরআনে আহলে কিতাবকে লক্ষ্য করে এ কথাই বলা হয়েছে—

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ -

"হে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করো না।"[৯]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, দ্বীনের চিন্তাধারাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করাই একজন মুমিনের কর্তব্য। তাতে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বাড়িয়ে বিশ্বাস করা বা কিছু কমিয়ে বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি এরূপ কোনো চিন্তাকে দ্বীনের চিন্তা বলে চালিয়ে দেওয়া, যা আদৌ দ্বীনের চিন্তা নয়, চরম গর্হিত ও অপরাধমূলক কাজ। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্মের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন, এ যেন মানুষের সহজাত প্রবণতা। মানবসৃষ্টির প্রায় শুরু থেকেই তাদের মধ্যে এ প্রবণতা লক্ষ করা গেছে এবং এটাই যুগে যুগে মানুষের ধ্বংসের বড়ো কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতীতকালের নবী-রাসূলগণের উপস্থাপিত দ্বীন বিকৃত ও বিলীন হয়ে যাবার প্রকৃত কারণও ছিল এটাই। তাঁদের উম্মতরা তাঁদের দ্বীনের মধ্যে মনগড়াভাবে নতুন নতুন চিন্তা-বিশ্বাস শামিল করে নিয়েছিল।

কিছুকাল পরে প্রকৃত দ্বীনের চিন্তা-বিশ্বাস কী ছিল—তা চিনবার আর কোনো উপায়ই বাকি ছিল না। অতি দুঃখের ব্যাপার হলো যে, দ্বীন ইসলাম এ বাড়াবাড়ির হাত থেকে রক্ষা পায়নি এবং পাচ্ছে না। অতীতের বিভিন্ন জাতির লোকেরা যেমন শয়তানের চক্রান্তে পড়ে ধীরে ধীরে সঠিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে শিরক ও নানা ভ্রান্ত ধারণার বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি ইসলামের অসংখ্য অনুসারীও ক্রমে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে ধীরে ধীরে দ্বীনের সঠিক আকীদা-বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে এবং নানা ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধ্যানধারণার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে পড়ছে। শয়তান অতীতের মানুষদের যেসব ধ্যানধারণা দিয়ে ও অপকৌশল প্রয়োগ করে তাদের ধর্মে নতুন নতুন বিভিন্ন চিন্তাধারা আমদানি করেছিল, যা তাদের শিরক ও কুফ্‌রে লিপ্ত করে দিয়েছিল, সেসব ধ্যানধারণা ও অপকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমেই সে অসংখ্য মুসলিমকেও দ্বীনের সঠিক বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করে চলেছে এবং তাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন চিন্তাধারা আমদানি করছে, তাদের শিরক ও কুফ্‌র পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে।

---

[৯] আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ১৭১।

তাই আজ বিশ্বের অসংখ্য মুসলিম শিরক, কুফ্র, নিফাক, বিদ'আত ও ইলহাদের মতো নানা জঘন্য অপরাধে বিজড়িত। প্রবল প্রতাপের সাথে যেসব স্থানে ইসলাম প্রবেশ করে যাবতীয় শিরক ও ভ্রান্ত চিন্তার মূলোৎপাটন করেছিল, বহু যুগ পূর্বেই সেসব স্থানের সাধারণ মুসলিমদের মাঝে দ্বীনের মূল ঈমান-আকীদার পাশাপাশি বহু ভ্রান্ত চিন্তা, শিরকী ও কুফরী ধ্যানধারণা পুনরায় আপন স্থান করে নিয়েছে। সেই হিসেবে আমাদের দেশে দ্বীনের অবস্থা যে কী হবে—তা সহজেই অনুমেয়। এখানে যেমন ইসলাম এসেছে অনেকটা ধীরগতিতে, তেমনি আসার পথে প্রভাবিত হয়েছে পারসিক ও ভারতীয় দর্শন ও ধ্যানধারণার বিভিন্ন বিষক্রিয়ায়। এর ফলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষই ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে দ্বীনের প্রকৃত আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। আর যারা পেরেছিল, তাদের পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা দ্বীনী শিক্ষার অভাব এবং দীর্ঘকাল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হবার কারণে সেই জ্ঞানও বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। এর ফলে দেখা যায়, যে আলিম ও ওলী-আল্লাহগণ এ দেশে এসেছিলেন শিরক, কুফ্র ও ইলহাদ বিনাশ করে তাওহীদের প্রচার এবং ইসলামী আকীদার স্বচ্ছ আলোকধারায় মুসলিম জীবনকে উদ্ভাসিত করতে, সময়ের ব্যবধানে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে তাঁদের ভক্ত ও সাধারণ অজ্ঞ মুসলিমরা স্বয়ং শিরক, কুফ্র ও ইলহাদের চর্চা ও প্রসার করে চলছে।

কাজেই এরূপ কঠিন অবস্থায় আমাদের প্রত্যেককেই ব্যক্তিগত কল্যাণ ও মুক্তি অর্জন এবং জাতিগত সাফল্য লাভের স্বার্থে একজন সচেতন মুসলিম হিসেবে আমাদের নিজ নিজ আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে কুরআন ও সহিহ হাদীসসমূহের আলোকে এবং সাহাবী, তাবিঈ ও উম্মতের সর্বজনগ্রাহ্য সত্যনিষ্ঠ ইমামগণের নিকট থেকে প্রমাণিত বিশুদ্ধ মতামতের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে দেখা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, আকীদার বিষয়ে কুরআন ও সহিহ হাদীসসমূহের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যসমূহের হুবহু অনুসরণ এবং সাহাবী-তাবিঈগণ ও সর্বজন সমাদৃত চার ইমামের মতামতের বাইরে না যাওয়াই একমাত্র নিরাপদ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে পরবর্তী যুগসমূহে সংকলিত দুর্বল, ভিত্তিহীন ও জাল রিওয়ায়াতসমূহের ওপর নির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। এরূপ হাদীসগুলো ফজিলতের বিষয়ে কেউ কেউ বর্ণনা করলেও কোনো অবস্থাতেই আকীদার উৎসরূপে গ্রহণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে পরবর্তী যুগসমূহের কোনো ব্যক্তিবিশেষের মত এবং প্রচলিত ধ্যানধারণা ও লোকাচারকেও আকীদার দলিলরূপে গ্রহণ করা যাবে না। তা ছাড়া এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগও মোটেই কাম্য নয়। আমাদের সালাফে সালেহীন ও পূর্বসূরি সত্যনিষ্ঠ ইমামগণ ধর্মবিষয়ে দার্শনিক তর্কবিতর্ককে দারুণভাবে অপছন্দ করতেন। যেমন : সাইয়িদুনা আলী (রা.) বলেছেন—

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ-

'যদি যুক্তির ভিত্তিতেই দ্বীন প্রণীত হতো, তাহলে মোজার উপরিভাগের চেয়ে নিচের ভাগ মাসেহ করাটা অধিকতর যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি যে, তিনি মোজার উপরিভাগের ওপরই মাসেহ করেছেন।'[১০]

---

[১০] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুত তাহারাত), হা. নং ১৪০; হাদীসটি সহিহ।

ইমাম আবু ইউসুফ [১১৩-১৮২ হি.] (রাহ.) বলেন—

مَنْ طَلَبَ الدِّيْنَ بِالْكَلَامِ تَزَنْدَقَ-

"যে ব্যক্তি যুক্তিতর্ক দিয়ে দ্বীন তালাশ করবে, সে যিন্দীকে পরিণত হবে।"[১১]

তিনি অন্যত্র বলেন—

ولو يوسع على الأمة التماس التوحيد وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه إذاً لضلوا-

"যদি আল্লাহ তা'আলা লোকদের তাদের নিজস্ব মতামত, যুক্তি ও পছন্দের ভিত্তিতে তাওহীদ সন্ধান ও ঈমান অর্জনের জন্য অবকাশ দেওয়া হতো, তবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেত।"[১২]

আমি এ গ্রন্থে কুরআন ও সহিহ হাদীসসমূহের আলোকে এবং সাহাবী, তাবিঈ ও প্রথম সারির নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের ভিত্তিতে মৌলিক ও প্রয়োজনীয় বক্ষ্যমাণ সকল বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও তাওফীকই আমার একমাত্র সম্বল। তিনি আমাকে চিন্তা-গবেষণা করার যে সামান্য সুযোগ দান করেছেন, তা দিয়েই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে যতটুকু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি, তা-ই কেবল ইলমের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বানুভূতি থেকেই উম্মতের কাছে উপস্থাপন করেছি। মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে এ প্রার্থনা করি—যদি আমার কোনো কথায় কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকে, তিনি যেন আমাকে তা ক্ষমা করে দেন এবং সংশোধনের সুযোগ দান করেন। বলাই বাহুল্য, যেকোনো মানবীয় কাজে ভুল থাকা খুবই স্বাভাবিক। আর আমার মতো অতি সাধারণ ব্যক্তির ভুল ব্যাপক হওয়াই সংগত।

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي مِنَ الْخَطَأِ وَالزَّلَلِ-

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—اَلدِّيْنُ النَّصِيحَةُ—"পরস্পরের কল্যাণ কামনাই হলো দ্বীন।"[১৩] তাই আমি আমার বিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট একান্তভাবেই কামনা করব যে, এ গ্রন্থের কোথাও কোনো ধরনের ভাষাগত ত্রুটিবিচ্যুতি, তথ্য বিভ্রম কিংবা মতামতের ভুল দেখতে পেলে অনুগ্রহ করে আমাকে অবহিত করবেন। আমি আমার জ্ঞানগত দৈন্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পুরো অবহিত এবং ভুল সংশোধনের জন্য একান্তই আগ্রহী। ভিন্ন মতাবলম্বী ভাইদের প্রতিও আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তর্ক-বিবাদ নয়। কারণ, তর্ক-বিবাদ দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তদুপরি দ্বীনের বিষয়ে তর্ক-বিবাদ করা শোভনীয়ও নয়। ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) বলেন— المنازعة في الدين بدعة—"দ্বীনের বিষয়ে তর্ক-বিবাদ করা বিদ'আত।"[১৪] আপনারা পবিত্র কুরআন ও গ্রহণযোগ্য মানের হাদীসের আলোকে আমার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো চিহ্নিত করে দিন। এতে আমিও উপকৃত হব,

[১১] গাযালী, *ইহয়া..*, খ. ১, পৃ. ১০০; ইবনু আবিল 'ইয্য আল-হানাফী, *শারহুল আকীদাতিত তাহাভিয়্যাহ,* খ. ১, পৃ. ৪৮৫; ইবনু মুফলিহ, *আল-আদাবুশ শার' ইয়্যাহ,* খ. ২, পৃ. ২০৫।

[১২] ইবনু মান্দাহ, *কিতাবুত তাওহীদ*, খ. ৩, পৃ. ৩০৬।

[১৩] মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ঈমান), হা. নং ২০৫।

[১৪] মুল্লা আল কারী, *শারহুল ফিকহিল আকবার,* পৃ. ১৭।

মিল্লতও উপকৃত হবে। আমি আমার মতের ভুল ধরা পড়লে তা তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকার করে নেব। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার অনুসরণ করাই আমাদের সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভুল করা স্বাভাবিক, তবে ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকা চরম গর্হিত। আমরা এরূপ গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে মহামহিম আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি বলেন—

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

"যদি তোমরা সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আসার পরেও পদস্খলিত হও, তাহলে জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।"[১৫]

তিনি অন্যত্র বলেন—

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ-

"আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আসার পরেও মতবিরোধ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব।"[১৬]

আশা করছি, আমার এ গ্রন্থটি মোট ছয়টি খণ্ডে সমাপ্ত হবে।

বক্ষ্যমাণ ১ম খণ্ডের মধ্যে ঈমানের পরিচয়, ঈমান ও আমলের সম্পর্ক; ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি, শাখা-প্রশাখা ও দাবিসমূহ; আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান এবং এর অন্তর্ভুক্ত চারটি প্রধান বিষয়—যাত, সিফাত, তাওহীদ ও তাঁর নির্দেশিত জীবনব্যবস্থার প্রতি ঈমান প্রভৃতির নানা রূপ, ব্যাপ্তি ও এতৎসংশ্লিষ্ট নানা ভ্রান্তি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২য় খণ্ডের মধ্যে ঈমানের পরিপন্থি ও ক্ষতিকারক উপাদানসমূহ—কুফর, শিরক, নিফাক এবং এগুলোর নানা স্বরূপ, প্রকরণ ও বিধান প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

৩য় খণ্ডের মধ্যে ফেরেশতাদের ওপর ঈমান, আসমানী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান, নবী-রাসূলগণের ওপর ঈমান প্রভৃতির মর্ম, স্বরূপ, ব্যাপ্তি এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা, মি'আরে হক ও আহলে বাইতের মর্যাদা প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

৪র্থ খণ্ডের মধ্যে আখিরাতের ওপর ঈমানের মর্ম, স্বরূপ, ব্যাপ্তি ও এতদ্‌বিষয়ক নানা ভ্রান্তি, কিয়ামতের আলামতসমূহ এবং তাকদীরের ওপর ঈমানের মর্ম, পরিধি ও এতৎসংক্রান্ত নানা বিকৃত চিন্তা প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

[১৫] আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) : ২০৯।

[১৬] আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলু-'ইমরান) : ১০৫।

৫ম খণ্ডের মধ্যে ঈমানের অন্যান্য অনুষঙ্গী বিষয় যেমন : ইসলাম, ইহসান, ইখলাস, তাকওয়া, জুহদ, ইস্তিকামাত ও তাসাউফ প্রভৃতির মর্ম ও স্বরূপ এবং এতৎসংশ্লিষ্ট নানা ভ্রান্তি প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

৬ষ্ঠ খণ্ডের মধ্যে দাওয়াত, জিহাদ, ইকামতে দ্বীন; খিলাফত ও ইমামত; ওলা ও বরা'; জামায়াত ও ইফতিরাক; ই'তিসাম ও বিদ'আত; তাবদী' ও তাকফীর প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থে আলোচিত কোনো কোনো বিষয় ইতঃপূর্বে আমার প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষ করে *বিদ'আত* ২য়, ৪র্থ খণ্ড ও ৬ষ্ঠ খণ্ড এবং *তাসাউফের স্বরূপ* প্রভৃতি গ্রন্থগুলোতে নানা প্রসঙ্গে এসেছে। এ ধরনের অনেক বিষয় এখানে কিছুটা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি, আমার বইয়ের পাঠকগণ পুরাতন বিষয়গুলোতেও নতুন কিছু রসদ পাবেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শোকর আদায় করছি, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স-এর মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গ্রন্থটি প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। এজন্য আমি পুরো গার্ডিয়ান পরিবারকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

جزاهم الله عني أحسن الجزاء في الدارين-

মহান আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন! এর অসীলায় আমাকে, আমার মাতা-পিতা, পরিবার, সন্তান-সন্ততি, আসাতিযা কিরাম, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং এ গ্রন্থ লিখতে ও প্রকাশ করতে যাঁরা আমাকে নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ দান করুন, আমীন!

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

ড. আহমদ আলী
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

সূচিপত্র

ঈমানের পরিচয়	৫
ঈমানের ব্যুৎপত্তিগত ও শরয়ী অর্থ	২৫
ঈমানের জন্য কেবল বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়	২৬
ঈমান ও আমলের সম্পর্ক	৩১
মুখের স্বীকৃতির আবশ্যকতা	৩৪
ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি	৩৬
ঈমানের শাখা-প্রশাখা	৪১
ঈমানদারদের মর্যাদাগত তারতম্য	৪৭

ঈমানের দাবি	৫১
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাদর্শের ছাঁচে জীবন গঠন	৫২
ঈমানের পরীক্ষায় সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন	৫৪
বাতিলের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিন্নকরণ	৫৮
আল্লাহর ভালোবাসা হবে সকল কিছুর ঊর্ধ্বে	৫৯
জীবনের সকল কিছুই আল্লাহর জন্য ও তাঁর পথে নির্বাহ করা	৬০
দুনিয়ায় নিরাসক্ত জীবনযাপন	৬১

ঈমান বৃদ্ধির উপায়	৬৫
ঈমানের সংজ্ঞাবিষয়ক বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহ ও তাদের আকীদা	৬৯
জাহমিয়্যাহ	৬৯
কাররামিয়্যাহ	৬৯
মুরজিয়াহ	৭০
খাওয়ারিজ	৭১
মুতাযিলা	৭১
প্রাসঙ্গিক পরিভাষাসমূহ	৭২
ইসলাম	৭২
আকীদা	৭৫

ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ (উসূলুল ঈমান)	৭৯
আল্লাহর ওপর ঈমান	৮২
ক. আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের ওপর ঈমান	৮৩

- আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ ৮৩
- আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে মানব ফিতরতের প্রমাণ ৮৩
- আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ ৮৫
- আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে স্পষ্ট অনুভব ও প্রকাশ্য ঘটনাবলির সাক্ষ্য ৯০
- আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে শরয়ী দলিল-প্রমাণ ৯৩
- আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞানের সাক্ষ্য ৯৩
- আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদের ভ্রান্ত চিন্তা ৯৫
- আল্লাহ তা'আলার যাত ও অস্তিত্বসংক্রান্ত কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা ১০১

  এক. আল্লাহ তা'আলার নিরাকার প্রসঙ্গ ১০১

  দুই. আল্লাহ তা'আলার সর্বত্র বিরাজমান প্রসঙ্গ ১১২

  তিন. হুলুল ১২৯

  চার. ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ, ইত্তিহাদ ১৩৮

খ. আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাতের ওপর ঈমান ১৫২

- আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাতের ওপর ঈমান আনার মর্ম ১৫২
- আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণসমূহ ১৫৭
- সিফাতের প্রকারভেদ ১৭৮
- আল্লাহর নাম ও সিফাত প্রসঙ্গে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি ১৭৯
- আল্লাহর নাম ও সিফাতবিষয়ক ভ্রান্ত চিন্তা ১৮২

গ. তাওহীদের ওপর ঈমান ১৮৬

- তাওহীদের অর্থ ১৮৬
- তাওহীদের মূল সূত্র ১৮৮
- তাওহীদের গুরুত্ব ১৮৯
- তাওহীদের অর্থগত বিকৃতি ১৯৩
- আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি ১৯৭
- আল্লাহর দর্শন ১৯৮
- আল-কুরআনের নিত্যতা ১৯৮
- তাওহীদের প্রকারভেদ ১৯৯

  এক. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ২০৬

- ‘রব্ব’ শব্দের অর্থ ২০৬
- রব্ব-এর অর্থগত মৌলিক বিষয়সমূহ ২০৭
- রুবুবিয়্যাতের সাধারণ স্বীকৃতি ২১১
- পরিচালনা ও আইনগত একক কর্তৃত্ব অস্বীকার ২১২
- রুবুবিয়্যাহবিষয়ক ভ্রান্ত দলসমূহ ২১৪

দুই. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ২১৫
- ইলাহ শব্দের অর্থ ২১৬
- ইবাদতের অর্থ ২১৭
- ইবাদতের প্রকারভেদ ২১২
- তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ : সম্পর্ক ২২৬
- কাফিরদের বিরোধিতার মূল বিষয় রুবুবিয়্যাত নয়; উলুহিয়্যাত ২২৯
- উলুহিয়্যাহবিষয়ক ভ্রান্তদলসমূহ ২৩৪

তিন. তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত ২৩৯

ঘ. আল্লাহর বিধিবিধানের ওপর ঈমান ২৪০
- বিধিবিধানের ওপর ঈমানবিষয়ক ভ্রান্ত চিন্তা ২৪১

এক. ভক্তিবাদ ২৪১

দুই. সংশয়বাদ ২৪৩

তিন. উদারনীতিবাদ ২৪৫

ঈমানের পরিচয়

ঈমানের ব্যুৎপত্তিগত ও শরয়ী অর্থ
'ঈমান' শব্দটি الأمن (নিরাপত্তা, শান্তি) থেকে উদ্ভূত। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরাপত্তা দান করা। তবে শব্দটি কারও কথাকে তার সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে স্বাচ্ছন্দ্যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেওয়ার অর্থে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনে ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে—

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ-

"(তার ভাইয়েরা বলল,) আপনি তো আমাদের কথা কিছুতেই মেনে নেবেন না, আমরা যত সত্যবাদী হই না কেন!"[১৭]

আয়াতে 'ঈমান' শব্দটি তাদের কথা বিশ্বাস ও গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু যার কথাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেওয়া হয়, সে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশ্বাসকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে সব ধরনের বিরোধিতা ও অস্বীকার থেকে নিরাপত্তা লাভ করে থাকে, তাই একে 'ঈমান' বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, যেহেতু ঈমান হলো কারও সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে তার কথা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেওয়া, তাই অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোনো বস্তু সম্পর্কে কারও কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এক টুকরো সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরো কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার এ কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে 'ঈমান' বলা যায় না। এতে বক্তার সততা কিংবা বিশ্বস্ততার কোনো প্রভাব নেই।

কাজেই ইসলামী শরিয়াতের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো সংবাদ কেবল তাঁর ওপর বিশ্বাসবশত স্বাচ্ছন্দ্যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেওয়াকেই 'ঈমান' বলা হয়। অন্য কথায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রচারিত দ্বীনে হক (ইসলাম)-কে তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেওয়াই হলো ঈমান।[১৮] বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আলাউদ্দীন আল হাসকাফী [১০৮৮-১০২৫ হি.] (রাহ.) বলেন—

هُوَ تَصْدِيقُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ عَنِ اللهِ تَعَالَى مِمَّا عُلِمَ مَجِيئُهُ ضَرُورَةً-

---

[১৭] আল-কুরআন, ১২ (সূরা ইউসুফ) : ১৭।

[১৮] ইবনু 'আশূর, *আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর*, খ. ১২, পৃ. ৩১।

“ঈমান হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন এবং যার আগমনটা চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই জানা যায়, সেসব বিষয়ে তাঁকে সত্য বলে মেনে নেওয়া।”[১৯]

উল্লেখ্য যে, এ ঈমানের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি বিশ্বাস এবং এর সাথে তাঁর ফেরেশতা, যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব এবং আখিরাত ও তাকদীরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ঈমানের জন্য কেবল বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়

রাসূলুল্লাহ (সা.) মানবজাতির জন্য যে হিদায়াত ও শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, তা শুধু জানার নামও ঈমান নয় এবং শুধু বিশ্বাসের নামও ঈমান নয়। অথচ অনেকেই মনে করে যে, ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) মানবজাতির জন্য যে হিদায়াত ও শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তা সত্য’, কেবল এতটুকু জানা ও বিশ্বাস করাই মুমিন হবার জন্য যথেষ্ট। এটি একটি ভুল ধারণা। কেননা, খোদ ইবলিস এবং অনেক অমুসলিমও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নুবুওয়াত যে সত্য এবং তাঁর কাছে প্রেরিত পবিত্র কুরআনের বাণীগুলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত, তা জানত ও বিশ্বাস করত; কিন্তু তারা তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেনি বলে ঈমানদারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। যেমন : আল্লাহ তা‘আলা আহলে কিতাব প্রসঙ্গে বলেন—

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ-

“যাদের আমি কিতাব দান করেছি, এরা তাকে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা.-কে) ভালো করেই চেনে, যেমনি এরা চেনে আপন ছেলেদের। এদের একদল সত্য গোপন করার চেষ্টা করছে, অথচ এরা তো সবকিছুই জানে।”[২০]

সাইয়িদুনা মুসা (আ.) ফেরাউনকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا-

“তুমি এ কথা ভালো করেই জানো যে, (নুবুওয়াতের প্রমাণসংবলিত এসব) অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান আসমান ও জমিনের মালিক ব্যতীত আর কেউ নাযিল করেননি। হে ফেরাউন, আমি তো মনে করি যে, তুমি সত্যিই একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষ।”[২১]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মদিনার ইহুদীদের রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নুবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। অনুরূপ মুসা (আ.)-এর রিসালতের সত্যতার ব্যাপারেও ফেরাউনের সংশয়হীন জ্ঞান ছিল। এতৎসত্ত্বেও তাদের কাফির আখ্যা দেওয়া হয়; মুমিন আখ্যায়িত

[১৯] হাসকাফী, *আদদুররুল মুখতার*, খ. ৪, পৃ. ২২১।
[২০] আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৪৬।
[২১] আল-কুরআন, ১৭ (সূরা বনি ইসরাইল) : ১০২।

করা হয় না। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কেবল জানাটা যথেষ্ট নয়; বরং স্বাচ্ছন্দ্যে মেনে নেওয়াই একান্ত আবশ্যক।[২২]

বস্তুতপক্ষে 'ঈমান' কেবল জানা ও বিশ্বাসের নাম নয়; বরং জানা ও বিশ্বাসের সাথে সাথে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেওয়ার নামই হলো ঈমান। আর এ ঈমানের প্রতিফলিত রূপ হলো মুখে স্বীকৃতি দান ও কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন। যেমন ধরুন, পর্দার বিধান। মুমিনগণ জানে ও বিশ্বাস করে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। কিন্তু অনেক মুসলিম নারী ও পুরুষ যদিও এ কথা বিশ্বাস করে; কিন্তু তারা পাশাপাশি এ বিধানের সমালোচনা করে এবং পর্দা না করাকে ভদ্রতা ও আভিজাত্য মনে করে, তাহলে বোঝা যায় যে, সে প্রকারান্তরে এ বিধানকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারল না। উল্লেখ্য যে, একজন মুমিন হয়তো তার কোনো দুর্বলতা, অবহেলা ও সমস্যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো নির্দেশনা লঙ্ঘন করতে পারে। এ কারণে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে যে, তাঁর কোনো নির্দেশনা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, কিন্তু সে তা মনেপ্রাণে সংশয়হীনচিত্তে মেনে নিতে পারেনি; বরং সে তার সমালোচনা করে এবং তার বিরুদ্ধে কাজ করে, তবে সে আর মুমিন থাকবে না; কাফির হয়ে যাবে। তার এ কর্মনীতি সুস্পষ্টত মুনাফিকি আচরণ বৈ কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا-

"আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেসব বিষয়ের ওপর তারা ঈমান এনেছে। তারা তাদের বিবাদ-বিসংবাদের বিষয়গুলো ফয়সালার জন্য তাগুতের নিকট নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাদের ওকে মান্য না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে শয়তান তাদের চরমভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।"[২৩]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, একদিকে তাদের আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাসের দাবি, অপরদিকে কার্যত তাঁর বিরুদ্ধাচরণের মানে হলো—তারা আল্লাহর বিধানকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি, যা ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থি ও সুস্পষ্ট মুনাফিকি আচরণ। কাজেই ঈমানের জন্য শুধু বিশ্বাসের দাবিই যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন মনেপ্রাণে গ্রহণ।

এ বিভ্রান্তির মূল কারণ হলো—বাংলা ভাষায় সাধারণত ঈমানের অর্থ করা হয় 'বিশ্বাস'। উল্লেখ্য যে, এ শব্দটি ঈমানের সামগ্রিক ভাব ও মর্মকে প্রকাশ করতে অক্ষম।[২৪] বস্তুত আরবীতে ঈমানের পরিচয় দেওয়া হয় এভাবে—

---

[২২] গোলাম রসূল সা'ঈদী, *শরহু সহিহ মুসলিম*, খ. ১, পৃ. ২৫২।

[২৩] আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা') : ৬০।

[২৪] ড. ইসমাঈল রাজী আল-ফারুকী বলেন, "মুসলমানদের কখনোই তার ঈমানকে Belief ও Faith (বিশ্বাস) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা উচিত নয়। কারণ, বর্তমান প্রচলন অনুসারে সাধারণত শব্দ দুটি তাদের অর্থের মধ্যে অসত্যের সম্ভাবনা এবং সন্দেহ-সংশয়ের

التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين-

"আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনীত দ্বীনকে মনেপ্রাণে সত্য বলে জানা ও গ্রহণ করে নেওয়া।"[২৫]

এখানে 'তাসদীক' অর্থ শুধুই সত্য বলে বিশ্বাস করা নয়; বরং তা القبول والإذعان (অর্থাৎ মনেপ্রাণে গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়া)-এর অর্থকেও শামিল করে। এটা সত্য যে, 'তাসদীক' 'বিশ্বাসের' অর্থও প্রদান করে; কিন্তু 'বিশ্বাস' শব্দটি সর্বসময় অন্তরের স্বচ্ছন্দ ভাবকে প্রকাশ করে না, যা 'তাসদীক' শব্দটি প্রকাশ করে থাকে। কখনো এমনও হতে পারে যে, কোনো বিধানের প্রতি কারও বিশ্বাস রয়েছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু সে তা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারছে না। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের সমাজে অনেক নামধারী মুমিন প্রতিনিয়তই ইসলামের বিভিন্ন বিধানের সমালোচনা করে যাচ্ছে এবং কখনো কখনো এগুলো নিয়ে চরম উপহাসও করছে। তাই কেউ কেউ ঈমানের সংজ্ঞা এভাবেই প্রদান করে থাকেন—

التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع القبول، والإذعان-

"রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনীত শরিয়াতকে মনেপ্রাণে গ্রহণ ও মেনে নেওয়াসহ সত্য বলে বিশ্বাস করা।"[২৬]

বিশিষ্ট মুফাসসির আস'আদ হাওমাদ (রাহ.) বলেন—

الإِيمَانُ هُوَ تَصْدِيقٌ جَازِمٌ يَقْتَرِنُ بِإِذْعَانِ النَّفْسِ واستِسلامِهَا-

"ঈমান হলো মনেপ্রাণে গ্রহণ ও মেনে নেওয়াসহ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম।"[২৭]

শাইখ উছাইমীন (রাহ.) বলেন—

فلا يكون الإيمان مجرد تصديق؛ بل لا بد من قبول للشيء، واعتراف به، ثم إذعان، وتسليم لما يقتضيه ذلك الإيمان-

"ঈমান কেবল সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম নয়; বরং ঈমানের জন্য প্রয়োজন রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে মনেপ্রাণে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে গ্রহণ, বরণ ও স্বীকৃতির।"[২৮]

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস গোলাম রসূল সা'ঈদী (রাহ.) বলেন—

অস্তিত্ব বহন করে। ... এ শব্দদুটি কখনোই এ কথা বোঝায় না যে, প্রস্তাবনাটি নির্জলা সত্য ও গ্রাহ্য। শব্দদুটির এরূপ মর্ম ঈমানের অর্থের বিপরীত। কারণ, ঈমান শব্দ দ্বারা বোঝায় যে, এর অন্তর্গত সকল বিষয় একান্ত সত্য ও গ্রাহ্য। এখানে অন্তর্গত কোনো বিষয় অসত্য হবার কোনো সম্ভাবনা নেই কিংবা তাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। (ফারুকী, *আত-তাওহীদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য*, অনু. : অধ্যাপক শাহেদ আলী, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০১০, পৃ. ৫০)

[২৫] ইবনু 'আশূর, *আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর*, খ. ১২, পৃ. ৩১।

[২৬] উছাইমীন, *তাফসীরুল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ২৫০।

[২৭] আস'আদ, হাওমাদ, *আইসারুত তাফাসীর*, খ. ১, পৃ. ১০। বিশিষ্ট সুফী মুফাসসির ইবনু আজীবাহ (রা.) থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু আজীবাহ, *আল-বাহরুল মাদীদ*, খ. ৭, পৃ. ২৫৫)

[২৮] উছাইমীন, *তাফসীরুল কুরআন*, খ.-৩, পৃ.-১৯২।

مومن کے لیئے فقط جاننا کافی نھیں ھے، بلکہ ماننا ضروری ھے.

“মুমিনের জন্য কেবল জানাটা যথেষ্ট নয়; বরং মেনে নেওয়াই জরুরি।”

এ প্রসঙ্গে তিনি হাদীসের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বদরুদ্দীন আল আইনী (রাহ.)-এর বরাত দিয়ে লেখেন—

> “ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে যেরূপ ‘তাসদীক’ বিবেচ্য তা দ্বারা উদ্দেশ্য (আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে কেবল) ইলম থাকা, জানাশোনা নয়; বরং তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ তা'আলার একত্বকে মেনে নেওয়া ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নুবুওয়াতের দাবিকে সত্যায়িত করা এবং তাঁকে সত্য সংবাদদাতারূপে মেনে নেওয়া। কারণ, অনেক কাফিরও তাঁর রিসালত সম্পর্কে জানে, ইলম রাখে; কিন্তু তারা মুমিন নয়।”[২৯]

অনেকের মতে, ঈমান তিনটি সমন্বিত বিষয়ের নাম। এগুলো হলো : অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও দ্বীনের অনুশাসন মেনে চলা। অর্থাৎ ঈমান বলতে বোঝানো হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনীত শরিয়াতকে মনেপ্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুসারে আমল করা। অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ইমাম এ মত পোষণ করেন। তবে ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, ঈমান কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনীত শরিয়াতকে মনেপ্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করা।[৩০] তাঁদের মতে, এটিই ঈমানের একমাত্র ও মূল উপাদান; মুখে স্বীকার ও আমল ঈমানের মূল উপাদান নয়। মুখে স্বীকার হলো ইসলামের বিধান পালন ও জারি হবার জন্য শর্তস্বরূপ আর আমল হলো ঈমানের পরিপূরক বিষয়। এ কারণে অনেক মুহাদ্দিস ও ইমাম ইমাম হানীফা (রাহ.)-এর সমালোচনা করেন এবং তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে ‘মুরজিয়া’[৩১] মতাবলম্বী বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

আমরা মনে করি, ঈমানের সংজ্ঞা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) ও অন্যান্য ইমামের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা নিছক শাব্দিক ও অভিব্যক্তিগত।[৩২] ইমাম আবু হানীফা (রাহ.)-এর মতে যদিও আমল ঈমানের মূল অংশ নয়; তবুও তিনি কখনোই ঈমানের জন্য আমলের গুরুত্বকে ছোটো করে দেখেননি। কাজেই জানা যায় যে, তাঁর কথার আসল উদ্দেশ্য হলো—আমল ঈমানের মৌলিক অংশ নয়; বরং পরিপূরক। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামের মতে, যদিও আমল ঈমানের একটি অংশ, তবে তাঁদের কেউ এরূপ কথা বলেননি যে, কেউ যদি আমলের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করে, তাহলে সে বেঈমান হয়ে যাবে। কাজেই জানা যায়, তাঁদের কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমল ঈমানের মৌলিক অংশ; বরং তাঁদের কথার উদ্দেশ্যও হলো—আমল ঈমানের একটি পরিপূরক

---

[২৯] গোলাম রসূল সা'ঈদী, *শরহু সহিহ মুসলিম*, খ. ১, পৃ. ২৫১-২।

[৩০] সাইয়িদুনা ইবনু আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) প্রমুখ থেকেও এরূপ মত বর্ণিত রয়েছে। (তাবারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৩৪-৫, রি. নং ২৬৭, ২৭১)

[৩১] মুরজিয়া : ইসলামে উদ্ভূত একটি প্রাচীন ভ্রান্ত ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়। তাদের মতে, ঈমান হলো কেবল অন্তরে বিশ্বাসের নাম। বাহ্যিক আমল ঈমানের অংশ নয় এবং কোনো গুনাহের কারণে তা কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্তও হবে না। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস আনবে, সে পরিপূর্ণ মুমিনই, যদিও সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত ফরজ কর্মগুলো ছেড়ে দেয়।

[৩২] আইনী, *উমদাতুল কারী*, খ. ১, পৃ. ২৭৬।